Frontline Program Review Meeting (FPRM) Minutes.

তারিখ: ৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৩
স্থান : কক্সবাজার ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

অংশগ্রহনকারী : নির্বাহি পরিচালক, সহকারী পরিচালক – সিপি, টিমলিডার, আরপিসি এবং বিভিন্ন অঞ্চলের সিডিও।

সভাপতি : তারিক সাঈদ হারুন – সহকারী পরিচালক – সিপি।

সচিব : রোমানা আক্তার-সিডিও সদর-২ শাখা।

অদ্য সকাল ৯ ঘটিকায় কক্সবাজার ব্যবস্থপানা ও প্রশিক্ষন কেন্দ্রে সভার সভাপতি উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন।

আলোচনা বিষয় ও সিদ্ধান্ত সমুহ :

১. **গত সভার প্রতিবেদন পর্যালোচনা** : গত সভার পর্যালোচনা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত হয় যে সকল পাশ বইয়ের পিছনে সিডিওদের মোবাইল নং লিখে দিতে হবে। তাছারা প্রতিদিন সমিতি সভায় সদস্যরা কোন প্রয়োজনে কার কাছে ফোন করবে এটা ভাল ভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে যাতে সদস্যরা সাধারণ বিষয় নিয়েও উর্ধতনদের কাছে ফোন না করে।

২. **সঞ্চয়ের সুদ :** কমীরা সদস্যের পাশ বইয়ে প্রতি মাসের সঞ্চয়ের সুদ মোট স্থিতির সাথে যোগ করে দেয়ার প্রস্তাব করেন। এব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয় যে সদস্য যখন চলে যাবে এবং প্রতিবছর যে মাসে সুদ দেয়া হবে সে সময় ছারা অন্য সময় সঞ্চয়ের সুদ মোট স্থিতির সাথে যোগ করা যাবেনা।

৩. **মৌসুমী লোন :** কমীরা মৌসুমী ঋণ (গরু মোটাতাজা করণ) সারা বছরে চালু রাখার প্রস্তাব করেন এছারা লবন ও সুটকি উৎপাদনের জন্য ও মৌসুমী ঋণ প্রস্তাব করেন। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয় যে পিকেএসএফ এর সাথে আলোচনা করে যদি পিকেএসএফ সম্মতি দেয় তাহলে গরু মোটা তাজা করণ ঋণ সারা বছর চালু করা হবে এবং লবন ও সুটকি উৎপাদনের জন্য মৌসুমী ঋণ দেয়া হবে।

৪. **খেলাপী আদায় সপোর্ট :** কমীরা প্রস্তাব করেন যে শুক্রবারে খেলাপী আদায় সাপোর্টে দুপুরে অফিসে খাবোরের সুযোগ দেয়ার জন্য। এব্যাপারে জানানো হয় যে প্রতি মাসের দুটি শুক্রবার দলীয় ভাবে খেলাপী আদায় করতে হবে। দুপুরের খাবার ও নামাজ মাঠেই সারতে হবে। শুক্রবারে খেলাপী আদায় সাপোর্টে মহিলা কমীদের ব্যাপারে আরপিসি সিদ্ধান্ত দিবেন।

৫. **কল্যান তহবীল :** সভায় জানানো হয় যে এখন থেকে বীমার টাকা প্রতি হাজারে ১০ টাকা করে নেয়া হবে। স্ত্রী মারা গেলে ঋণ মওকুফ করে সঞ্চয় ফেরৎ দেয়া হবে এবং নমীনি মারা গেলে ঋণ সমন্বয় করে যদি কেউ সঞ্চয় পায় তাহলে সেটা ফেরৎ দেয়া হবে এবং স্বামী স্ত্রী যে কেউ মারা গেলে দাফনের জন্য একটা অনুদান দেয়া হবে। এব্যাপারে ১৫ ফেব্রুয়ারী এর মধ্যে সার্কুলার দেয়া হবে।

৬. **ডিপিএস / উন্মুক্ত সঞ্চয়:** সভায় সহকারী পরিচালক – সিপি জানান যে বর্তমানে মাত্র ১৩% সদস্য ডিপিএস এর আওতাভুক্ত । এব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয় যে আগামী ২ মাসের মধ্যে মোট সদস্যের ২০% ডিপিএস এর আওতাভুক্ত করতে হবে। সকল ঋণী সদস্য অবশ্যই উন্মুক্ত সঞ্চয়ের আওতায় আনতে হবে।

৭. **ফরমেট ঃ** কমীরা জানান যে শাখায় উত্তোলন, দলত্যাগ সহ অনেক ফরমেট নাই এব্যাপাওে জানানো হয় যে খুব শীঘ্রই শাখায় ফরমেট সরবরাহ করা হবে।

৮. **চলতি বকেয়া :** সভায় জানানো হয় যে কোন ভাবেই কোন প্রকার চলতি বকেয়া বাড়ানো যাবেনা । যেভাবেই হোক দিনের টাকা দিনে আদায় করতে হবে। তিনটার পর সকল কমী বকেয়া আদায়ের জন্য দলবেধে যেতে হবে।

৯. **স্থান ত্যগ :** কোন সদস্য স্থান ত্যাগ হলে কমীরা তার ঠিকানা সংগ্রহ করে বিএম কে দিবেন। বিএম টাকা আদায়ের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন। প্রয়োজনে উর্ধতনদেও সহযোগিতা নিবেন মোট কথা যেভাবেই হোক টাকা আদায় করতে হবে। তবে স্থান ত্যাগের টাকা আদায়ের জন্য কোন যাতায়াত দেয়া হবেনা।

১০. **সঞ্চয় উত্তোলন :** জাল স্বাড়্গার দিয়ে সঞ্চয় উত্তোলন করা যাবে না। যদি সদস্য অফিসে আসতে না চায় তা হলে সমিতিতে একটি রেজুলেশন লিখে উপস্থিত সদস্যদের স্বাড়্গার নিয়ে ঐ রেজুলেশনটি সদস্যার সঞ্চয় উত্তোলন ফরমের সাথে আটকিয়ে রাখতে হবে। যদি কেউ জাল স্বাক্ষওে টাকা উত্তোলন করেন তাহলে সমপরিমান টাকা কমী থেকে জড়িমানা করা হবে।

১১. **জামিনদারের স্বাক্ষর :** সভায় এক কমী ঋণ চুক্তি পত্রে জামিনদারের স্বাক্ষর বাড়ী থেকে নেয়ার প্রস্তাব করলে সকল কমী জানান যে কোনভাবেই জামিনদারের স্বাক্ষর বাড়ীতে নেয়া যাবেনা জামিনদারকে অবশ্যই অফিসে আসতে হবে।

১২. **সাইটেপ :** সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে যেহেতু সাইটেপের কমী কমিয়ে দেয়া হয়েছে সেহেতু সাইটেপ সংক্রান্ত কাজ যেমন লাইভ স্টক, মিনি হ্যাচারি , কৃত্তিম প্রজনন, ভেক্সিন প্রদান ইত্যাদি কাজগুলো সম্পর্কে সকল কমীর ধারণা থাকতে হবে যাতে সদস্যরা এধরণের সেবা গুলো পেতে পারে। তাছারা ছাগল পালনের জন্য ঋণ প্রদান করা যায় কিনা এব্যাপারে পিকেএসএফ এর সাথে আরেঅচনা করে সিদ্ধান্ত দেয়া হবে।

১৩. **স্বাস্থ কর্মসুচী ঃ** সভায় জানানো হয় যে আগে ১৫ টি শাখায় স্বাস্থ কর্মসুচী চালু ছিল বর্তমানে কমিয়ে ছয়টি শাখায় করা হয়েছে। স্বাস্থ কমীরা সপ্তায় ১ দিন শনি সমিতি পরিচালনা করবে বাকি ৫ দিন স্বাস্থ সংক্রান্ত কাজ করবে। তাদের ৩/ ৪ টি সমিতি থাকবে ৯ লাখ টাকা ঋণ স্থিতি থাকবে যা থেকে খরচ উঠে আসবে। এমাসের মধ্যেই সমিতি ও ঋণ স্থিতি হয়ে যেতে হবে।

১৪. **ক্রেপ ঃ** সভায় কমীরা জানায় যে গত বছর মনপুরা সাকুচিয়ায় শিলা বৃষ্টিতে অনেক সোলার প্যানেল ভেঙ্গে যায় সেগুলো ঠিক করে দেয়ার ব্যাপারে ইডকল থেকে আশ্বাস দিলেও এখন আর কোন যোগাযোগ করছেনা । এব্যাপারে সহকারী পরিচালক সিপি জানান যে ঢাকায় ইডকলের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত দেয়া হবে। সভায় নির্বাহি পরিচালক জানান যে কোন প্যানেল ঠিক করা হলে পুরা টাকা নিয়ে নিতে হবে। কোন ভাবেই কোন কিস্তি বকেয়া করা যাবেনা ।

১৫. **বিবিধ :** সভায় নির্বাহি পরিচালক জানান যে যে সকল কমী কোন চলতি বকেয়া ফেলছেনা তাদেরকে বিভিন্ন ভাবে পুরস্কৃত করা হবে যাতে তাদের দেখাদেখি অন্য কমীরা উৎসাহিত হয়। যে সকল কমী ধুম পান করে এবং বিভিন্ন জায়গায় ধার দেনা করে তাদেও ব্যাপারে কঠোর সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। যেখানে কমীদের থাকতে সমস্যা হচ্ছে সেখানে দ্রুত ঘর নিতে হবে।

আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার শেষ করেন।

সভাপতি
তারিক সাঈদ হারুন – সহকারী পরিচালক সিপি

সচিব
রোমানা আক্তার – সিডিও